গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৪(১) শুল্ক রপ্তানী ও বন্ড/৯৯/৩৩৪ তারিখঃ ২৮/০৮/২০০০ ইং

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন- প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ অডিট/নিরীক্ষা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচেছ যে, বিগত ১০ বছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের আমদানি, বিক্রি, বিক্রির আইনানুগতা, পরিশোধিত শুল্ক ও কর, ফাঁকিকৃত শুল্ক ও কর (যদি থাকে), মজুদ/স্টক পরিস্থিতি ও রেকর্ডপত্র ইত্যাদি অডিট/নিরীক্ষা করা হয়নি। অডিট/নিরীক্ষা করা হয়নি বিধায় সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিটে পণ্য আমদানি করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিগত এক দশকে বছর ভিত্তিক কি কি পণ্য কি পরিমাণে ও মূল্যে আমদানি করেছে, আমদানির বার্ষিক প্রাপ্যতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপসিটি কি ছিল, সেভাবে পণ্য আমদানি করেছে কিনা, কোন ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর ফাঁকি হয়েছে কিনা, বন্ডেড পণ্য Clandesting home consumption এ গেছে কিনা, কোন পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ অতিক্রম করেছে কিনা। তাছাড়া এসব বন্ডে বিগত সময়ে যেসব বন্ড অফিসার কর্মরত ছিলেন-তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা। বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের যথাযথ কুটনীতিকগণের নিকট ভিয়েনা কনভেশন-এর বিধান অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র/বিবরণী অনুযায়ী বৈধ Entitlement এর মধ্যে, বাংলাদেশ অবস্থিত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ ইত্যাদি) কর্মরত ও সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরসহ বৈধ কাস্টমস্ পাসবুকধারী সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট নির্ধারিত Entitlement এ মধ্যে সব বন্ড হতে পণ্য বৈধ নিয়মে বিক্রি করা হয়েছে কিনা। তাছাড়া বিগত এক দশকেরও বেশী সময়কালে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত প্রিভিলেজড ব্যক্তিদের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ঢাকা শুল্ক ভবন হতে যেসব কাস্টমস্ পাসবুক দেয়া হয়েছিল- সেগুলোর হালনাগাদ হিসাব সমন্বয় ও বৈধ মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট পাসবুকগুলো শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল কিনা- হলে সেগুলো সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিনষ্ট/ধ্বংস করেছে কিনা কিংবা এসব মেয়াদোত্তীর্ণ বা নকল কোন পাসবুক বাজারে আছে কিনা, থাকলে তার বিপরীতে এসব বন্ডেড ওয়্যারহাউস হতে কোন পণ্য বিক্রি করা হয়েছে কিনা- তারও জরীপ দরকার। অধিকন্তু শুল্ক আইনের বিধানমতে কোন প্রতিষ্ঠানে শুল্ক ফাঁকি সংঘটিত হলে তা সংঘটনের তারিখ হতে তিন বছরের মধ্যে যথাযথ নিয়মে ফাঁকিকৃত শুল্ক ও কর দাবী করা না হলে সেক্ষেত্রে শুল্ক ও কর তামাদি হয়ে যায়। এই কারণে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রতি দু/তিন বছরে অন্ততঃ একবার অডিট/নিরীক্ষা করা অনেকটা আইনানুগ বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে।

০২। বর্ণিত পরিস্থিতিতে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন- ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস যেমন- (১) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ৮৩-৮৮, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নং-৬৩৭/কাস-এসবিডব্লিউ/৮৮ তারিখ-০১-০২-৮৮ ইং। (২) মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস, ৪০/১, গুলশান এভিনিউ (উত্তর), ঢাকা। লাইসেন্স নং-১২৫/কাস/এসবিডব্লিউ/৮৪ তারিখ-০২-০৮-৮৪ ইং। (৩) মেসার্স টিউটেলার অয়েল সার্ভিসেস কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ, রোড নং-১৩১, হাউস নং-৬০/বি, গুলশান (দক্ষিণ), ঢাকা। লাইসেন্স নং-২/কাস/এসবিডব্লিউ/৭৯ তারিখ-১৯-০১-৭৯ ইং। (৪) মেসার্স সাবের ট্রেডার্স লিঃ, হাউস নং-২৫, রোড নং-১০, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৪/কাস/এসবিডব্লিউ/৮২ তারিখ-১৬-০২-৮২ ইং। (৫) মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিঃ, প্লট নং-৩৪, রোড নং-৪৬, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৭/কাস/এসবিডব্লিউ/৮১ তারিখ-১১-০৪-৮১ ইং। (৬) মেসার্স ন্যাশনাল ওয়্যার হাউস, ৮০৪, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান (উত্তর), ঢাকা। লাইসেন্স নং-৮/কাস/এসবিডব্লিউ/৮২ তারিখ-১৬-০৩-৮২ ইং। (৭) মেসার্স এইচ কবির এন্ড কোং লিঃ, ১২ আব্বাস গার্ডেন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৩/কাস/পিবিডব্লিউ/৭৮ তারিখ-৩১-০৮-৭৮ ইং এর বিগত ১০ বছরের বর্ণিত কার্যক্রম উল্লেখিত পদ্ধতিতে সত্বর অডিট/নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ লক্ষে কমিশনার (বন্ড) এর নেতৃত্বে ও যুগ্ম/সহকারী কমিশনার (বন্ড কমিশনারেট) এবং শুল্ক গোয়েন্দার উপ-পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিশনার (বন্ড) এ কাজের সুবিধার্থে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা শুল্ক ভবন, শুল্ক গোয়েন্দা হতে সুপারিনটেনডেন্ট পর্যায়ের তিনজন ও পরিদর্শক পার্যায়ের ছয়জন পরিদর্শককে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারেন। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয়

আয়কর ফাঁকি দিয়েছে কিনা- তা তদন্ত পার্যায়ে নিশ্চিত করতে উক্ত কমিটিতে আয়কর বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। কমিটি আগামী ১৫-০৩-২০০১ ইং এর মধ্যে উপরোক্ত সকল বিষয় পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট Findings ও সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদনে তৈরী করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ মুজিবুর রহমান)

দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড)